Declaration

I, Sudipa Bhattacharjee bearing Registration No. Ph.D/2680/15, Dated 31.03.2015, hereby declare that the subject matter of this research work entitled **"Assamer Bangla Kabita (1960-2000): Ekti Bishleshani Path"** is the research work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of anybody else to the best of my knowledge. This research work has not been submitted in any other university/institution.

This research work is being submitted to Assam University for the Degree of Doctor of Philosophy in The Department of Indian Comparative Literature.

Date :
Place :

Sudipa Bhattacharjee
Deptt. of Indian
Comparative Literature
Assam University, Silchar

সূচি

ভূমিকা			৫
প্রথম অধ্যায়	:	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি ও কবিতা	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বরাক উপত্যকার কবিতাচর্চা	৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	কবিতায় স্থানিকতা: অসম	৬২
চতুর্থ অধ্যায়	:	কবিতায় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-চেতনা	৮৯
পঞ্চম অধ্যায়	:	কবিতায় ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব	১০৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	কবিতায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব	১২১
সপ্তম অধ্যায়	:	অসমের বাংলা কবিতায় প্রেম	১৪৭
অষ্টম অধ্যায়	:	দুই উপত্যকার কবিদের তুলনামূলক আলোচনা	১৭১
		উপসংহার	২২৫
		পরিশিষ্ট : গ্রন্থপঞ্জি	২৪৫

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার ইতিহাস বহুদিনের। সাধারণভাবে বাংলা কাব্যচর্চা বলতেই পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও বাংলাদেশের ঢাকার নাম সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সরকারি ভাষা বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ঘটনাটা একই। কিন্তু একথা অনেকেই মনে রাখেন না যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার ইতিহাসও অনেক পুরোনো। ত্রিপুরায় রাজ আমলে বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার নিদর্শন রয়েছে ৪০০-৫০০ বছর ধরে। অসমেও এটা প্রত্যক্ষ হয় যে প্রায় দেড়শো বছর আগেই সৃষ্টি হয়েছিল আসাম মিহির, হিতসাধিনী, সাহিত্যসেবক-এর মতো বাংলা পত্রিকা। এই তিনটি পত্রিকাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তিনটি স্থান যথাক্রমে গুয়াহাটি, ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতের মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা হয়— এই মিথ এখন অচল হয়ে যাচ্ছে। অসমের দুই উপত্যকা অর্থাৎ বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অত্যন্ত শক্তিমান কবিরা উঁচুমানের কবিতা লিখছেন তার প্রমাণ মেলে যে কোনও সাহিত্যপত্র হাতে নিলেই। কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, রাঁচি, ভূপাল, জবলপুর — যেখান থেকেই বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হোক না কেন, তাতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে অসমের কবির কবিতা থাকবেই।

এতদিন ধরে অসমে বাংলা কবিতা লেখা হচ্ছে অথচ এখানকার কবি ও কবিতা নিয়ে গবেষণার সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের গবেষণার বিষয় — **অসমের বাংলা কবিতা (১৯৬০-২০০০) : একটি বিশ্লেষণী পাঠ**

আমাদের গবেষণার মুখ **স্বাধীনতা-উত্তর অসমের বাংলা কবিতার বৈচিত্র্য ও বিস্তার।**

অসমের বাংলা কবিতা সম্পর্কে যে কোনো আলোচনা শুরুর আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রহ্মপুত্র পারে বৌদ্ধিক বাঙালি এসেছিলেন ইয়ান্ডাবু চুক্তির হাত ধরে। সেটা ছিল ১৮২৬ সাল। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের বাংলাচর্চার ইতিহাস সাকুল্যে দুশো বছরও নয়। আমরা আলোচনা ও গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি স্বাধীনোত্তর কালে।

এমন নয় যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন শুধু এ অঞ্চলের বাঙালিরা। কর্মসূত্রে বা দেশভাগের বলি হয়ে অনেকেই এ অঞ্চলে এসে কবিতা লিখেছেন। অনেকে কিছুদিন এখানে কবিতাচর্চায় আবিষ্ট থেকে ফিরে গেছেন নিজের জন্মভূমিতে, এমন নিদর্শনও কম নেই। স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জন্মেছেন শুধু এমন কবিদেরই নিয়েই আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিনি বরং দেখতে চেয়েছি

অন্য কোথাও জন্মালেও এই অঞ্চলে বসে বা এসে কারা কবিতা চর্চা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিরা অন্তত ১২৫টি বাংলা কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। ধুবড়ি থেকে সদিয়া— সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন। যেখানে আলো করে রয়েছে কবিতা ও কবিদের লেখাজোখা।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হবে অমলেন্দু গুহর। যাঁরা একমাত্র বাংলা কবিতার বই 'লুইত পারের গাথা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। এখন পর্যন্ত যা তথ্য তাতে এই বইটিকেই ব্রহ্মপুত্র পারের কবিদের প্রথম কবিতাবই বলা যেতে পারে।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, দেবরঞ্জন ধর, মণীন্দ্র রায় (অনুজ), সুকুমার বাগচি, জীবন নাথ, রমানাথ ভট্টাচার্য, ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, ক্ষিতীশ রায়, রবীন্দ্র সরকার ও সত্যেন চৌধুরীর জন্ম স্বাধীনতার আগে। আবার সঞ্জয় চক্রবর্তী, চিন্ময়কুমার দাশ, কল্লোল ভৌমিক, তপন মোহন্ত, দীপিকা বিশ্বাসের জন্ম স্বাধীনতার পরে। আমাদের আলোচনায় সবাই থাকবেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। সবিনয়ে জানাই, এই তালিকাই পূর্ণ তালিকা নয়।

অসমের বাংলা কবিতায় দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু চেতনা প্রতিনিয়ত বিদ্যমান। ভারত বিভাগের ফলে তৎকালীন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি অসমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কবিতায় দেশভাগ ও তজ্জনিত উদ্‌বাস্তু মনোবেদনা থাকবেই।

যেমন রামেন্দ্র দেশমুখ্য লিখেছেন—

যখন যেখানে থাকি জন্মভূমি তোমাকে ভুলি নে,
স্মৃতির আনন্দ তুমি, শৈশবের সবুজ শহর
চক্ষে আষাঢ়ের ধারা, বক্ষভারময়ী নদীজলে
গন্ধরাজ গোলাপের চোখের তারায়
হারানো কোমল সুরে বরাকের কুঞ্জতল থেকে
আমার মনের বৃন্দাবনে
আমাকে যে নিত্য দাও ডাক।

রামেন্দ্র দেশমুখ্যর মতো আরও অনেক কবির কবিতায় দেশভাগ প্রভাব ফেলেছে।ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, দেবরঞ্জন ধর, মণীন্দ্র রায় (অনুজ), সুকুমার বাগচি, জীবন নাথ, রমানাথ ভট্টাচার্য, ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, ক্ষিতীশ রায়, রবীন্দ্র সরকার ও সত্যেন চৌধুরীর জন্ম স্বাধীনতার আগে।

এঁদের কবিতায় দেশভাগ কী প্রভাব বিস্তার করেছে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। দেশভাগ ভারতের সব বাঙালির কাছেই অনন্ত অভিঘাতের সৃষ্টি করেছে। কবিরা এর ব্যতিক্রম নন। আমাদের গবেষণায় দেশভাগ ও তজ্জনিত উদ্‌বাস্তু সমস্যার বিশ্লেষণ রয়েছে।

দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালি অধ্যুষিত। কাছেই সীমান্ত এবং তারপরই

বাংলাদেশ। এই অঞ্চলে কবিতাচর্চার ইতিহাস বেশ পুরনো। অশোকবিজয় রাহা, দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী, সুধীর সেন, মৃণালকান্তি দাশ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুরূপা বিশ্বাস, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎ ভট্টাচার্য, শান্তনু ঘোষ প্রমুখ বরাকপারে বসে কবিতাচর্চা করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর একমাত্র কবিতা সংকলন 'সীমান্ত প্রহরী' উৎসর্গ করেছিলেন 'মণিপুরের পর্বতকেশরী বন্ধু ইরাবত সিং-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে'। পরবর্তীকালে বরাকের কবিদের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে। মনোতোষ চক্রবর্তী যেমন লিখেছেন—

আজ হাস্যোজ্জ্বল মিজো তরুণীরা

রঙিন পোশাকে ঝলমল-বার্মিজ ছাতাটি মেলে

নেমে আসুক না আমাদের শান্ত সমতলে, আজ

সমস্ত বৈরী সাজ ত্যাগ করে মিত্র হাত প্রসারিত করো।

প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামের কথা সাবলীলভাবে কবিতায় উঠে এসেছে মনোতোষ চক্রবর্তীর হাত ধরে। এরকম উদাহরণ আরও আছে। আমাদের গবেষণায় বরাক উপত্যকার প্রধান কবিদের লেখালিখিই বিশ্লেষিত হবে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অশোকবিজয় রাহা, দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী, মৃণালকান্তি দাশ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সুধীর সেন, অনুরূপা বিশ্বাস, বিমল চৌধুরী, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ, করুণাসিন্ধু দে, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ, তপোধীর ভট্টাচার্য, রণজিৎ দাশ, দিলীপকান্তি লস্কর, মনোতোষ চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী বক্সি ভট্টাচার্য, তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ, দেবাশিস তরফদার, শঙ্করজ্যোতি দেব, শেলী দাস চৌধুরী, অমিতাভ দেব চৌধুরী, অনিতা দাস ট্যান্ডন, স্বর্ণালি বিশ্বাস ভট্টাচার্য, সপ্তর্ষি বিশ্বাস প্রমুখ কবির কবিতায় দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু চেতনা, প্রেম, স্থানিকতা বিশ্লেষণ করা হবে এই গবেষণায়।

অসমের দুটি উপত্যকায় সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাষা আন্দোলন হয়েছে। বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালের ১৯ মে মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে মৃত্যু হয়েছিল এগারোজনের। সেটা ছিল বাংলাভাষা রক্ষার লড়াই। আবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমিয়াভাষীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার আরেকটি আন্দোলন শুরু হয় গত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ায়।

এই দুটি আন্দোলন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছিল।

অসমের বাঙালিরা বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালিরা শুধু দেশভাগের আনন্দ বা বেদনা নিয়েই বেঁচে নেই। ভাষা-আন্দোলন, জাতিগত দাঙ্গার স্মৃতিও আমৃত্যু বহন করছেন এ অঞ্চলের বাঙালিরা। স্বাভাবিকভাবেই কবিদের কলমে উঠে এসেছে জাতিদাঙ্গা বা দেশভাগের অম্লান চিত্র। অস্বস্তিকর দশকওয়াড়ি হিসেবে আটের দশকের কবি কিশোর ভট্টাচার্য একটি কবিতা শুরুই করেছেন এভাবে 'হুররে আজ আসাম অ্যাকর্ড'। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন পঙ্‌ক্তি লেখা যায় না।

বরাক উপত্যকার কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখেছেন—

দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন

কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল, 'এই যে ঈশান কোণ—

কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন।'

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি ঊর্ধ্বেন্দু দাশের একটি কবিতার নামই 'সাকিন আসাম, ১৯৮৩'। পড়লেই আটের দশকের ভয়াবহ দাঙ্গার ছবি ভেসে আসে। ঊর্ধ্বেন্দু লিখেছেন—

ওদিকে ভরলি আর এধারে কলঙসুঁতি, কপিলী, দিখৌ—

লুইতের পার ধরে জলের উজানে যাও, জলের ভাটায় যাও,

শ্মশান,— শ্মশান।...

ভগ্নস্তূপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে

চাপরি, লাহরিঘাট, গোড়েশ্বর, চাউলখোয়া, নেলি

চামগুড়ি, গহপুর, মাজুলি, শিলাপথার, নওজান, নিয়ামাটি, হাজো—

সর্বত্র চিতা জ্বলছে : 'এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিব।'—

এভাবেই সন্ত্রাস-দাঙ্গার ছবি কবিতায় এঁকেছেন তিনি।

অসমের বাংলা কবিতায় দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু চেতনার মতোই ভাষা-আন্দোলন, দাঙ্গা বিশাল প্রভাব ফেলেছে। আমাদের গবেষণায় তার কারণটি খোঁজা হবে।

অসমের বাংলা কবিতায় স্থানিকতার উদাহরণ প্রচুর। প্রায় সব কবিই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে তুলে এনেছেন কবিতায়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস থেকে শুরু করে আজকের অর্জুন দাস— সবাই কোনো না কোনো স্থান নাম ব্যবহার করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি কবিতায় পাই—

উমখ্রা নদীর ঝির ঝির

নুড়ির তালে তাল রেখে।

আবার সঞ্জয় চক্রবর্তী লিখছেন—

আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতীপ্রসাদের গীত

তুমিও তেমনি, হঠাৎ কখনও, শুনে নিও রবীন্দ্রসংগীত।

প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব কবির মধ্যেই স্থানিকতার এই উদাহরণ বিদ্যমান। এঁরা যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবি, এই সত্য কখনো ভুলতে পারেননি। হয়তো সেজন্যই এঁদের কবিতায় অন্য স্বাদ, অন্য গন্ধ, অন্য রূপ তার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে উঠে এসেছে। অমলেন্দু গুহর একটি কবিতা যেমন—

দৃঢ়ঊরু মেয়েদের পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি

....

অনেক কপৌফুল গুঁজেছি খোঁপায় তোর সই!

এই কবিতার নাম 'বিহু', যা অসমের সবচেয়ে বড় উৎসব। বসন্তকালে কপৌফুল অসমের প্রকৃতিকে রঙিন করে তোলে। এভাবেই স্থানিকতা ফুটে ওঠে কবিতায়।

গবেষণায় অসমের বাংলা কবিতায় স্থানিকতা খুঁজে দেখা হয়েছে।

অসম বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, বস্তুত সাহিত্যের অন্যতম মূল উপাদান প্রেম। অবশ্য শুধু সাহিত্যেরই বা বলি কেন, প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার ভিতটাই তো প্রেমের ওপর গড়া। আর তাই দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু চেতনা, ভাষা-আন্দোলন, স্থানিকতা সব কিছুর উপরে অসমের বাঙালি কবিদের কবিতায় প্রেম যেন এক চলমান জীবনস্রোত।

বাড়ি ফিরে তুমি কার সাথে কথা বলো

চোখ তুলে কাকে দেখাও অসীম ইচ্ছের দহন

কাকে দিতে চাও অকারণ বৃষ্টিপাত

হাতভরা সুখের সন্ধান...

এই কবিতার নাম 'আমাকে এভাবে ভাবো', লিখেছেন দীপিকা বিশ্বাস। আবার শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখেছেন—

যে মেয়েটি রোজ আসত তোর কাছে এখন কোথায়

তার বিয়ে হয়ে গেছে? ভালো ঘর, ভালো বর, জানি তো ঠিক

এভাবেই বরাক-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নির্বিশেষে কবিদের কলমে প্রেম খেলা করেছে বিভিন্ন অনুষঙ্গে। গবেষণায় অসমের বাংলা কবিতায় প্রেমের রূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কবিতা বলে নয়, সাহিত্যের যে কোনো ধারাতেই পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অনিবার্য। অসমের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। অসমের মেঘ-হাওয়া-রৌদ্রের পাশাপাশি সমাজ সম্পর্ক, অর্থনীতিও ছায়া ফেলেছে কবিতায়। এই বিষয়টি বিশ্লেষণের পাশাপাশি আমাদের গবেষণায় আমরা খোঁজ করব পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের কবিদের প্রভাব কতটা পড়েছে অসমের বাঙালি কবিদের রচনায়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্র সরকারের সাম্প্রতিক কবিতা শিল্পী-তে শিল্পীর গভীর দুঃখবোধের পাশে সৃষ্টির আনন্দ প্রতিভাত।

'কেকারু বর্মন মুখোশের পর মুখোশ বানায়' সংবাদপত্রের বিবৃতি পড়ছি যেন। কীভাবে বানায় মুখোশ?

রং আর তুলির টানে ছন্দোময় আঙুলগুলো নেচে ওঠে

...হাতিঠাকুরেরা নেমে আসেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

কেকারু বর্মন নামটা কি চেনা চেনা ঠেকছে? হয়তো তাই ; কেননা দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বা তিস্তাপুরাণে এধরনের নাম পেয়েছি—বাঘারু। বাঘারুর মতো বা আরও সঠিকভাবে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের চরিত্রদের মতো আমাদের আলোচ্য শিল্পী থাকেন—

লাল মাটি আর শাল-মহুয়ার দেশে

জঙ্গল কেটেই বসত—

কেকারুর ঘর।

অরণ্যের দিনরাত্রি কার? সুনীল না সত্যজিতের? যাই হোক না কেন, ঘটনা সেই একই—জঙ্গল-নারী-

মদ-নির্জনতার খোঁজে নষ্ট ছেলেদের ভ্রমণ। কেকারুরা আর অনাঘ্রাত, পবিত্র থাকে না। সত্যজিতের মতোই—

ছায়ায়-আলোতে ছবি তুলে নিতে
শহরের বাবু আসেন, টিভি-র লোকজন
অরণ্যের আদিমতায় কী এক বিস্ময়!

এভাবে সমসাময়িক ঘটনা, কিংবা অন্যান্য কবির রচনা কোনো কোনো কবির ওপর প্রভাব ফেলেছে। আমাদের গবেষণায় অসমের বাঙালি কবিদের ওপর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব কীভাবে পড়েছে তা খুঁটিয়ে দেখা হবে।

গবেষণাকর্মে আমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিদের রূপক, চিত্রকল্প, আঙ্গিক, ভাষা, বোধের সঙ্গে তুলনামূলক একটি আলোচনা করব বরাক উপত্যকার কবিদের। প্রায় একই সময়ে কবিতা লিখেছেন বরাক উপত্যকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অমলেন্দু গুহ। অথচ তাঁদের প্রায় মিলই নেই। আবার অমিতাভ দেবচৌধুরী ও বিকাশ সরকারের ক্ষেত্রেও কোনো সমতা বা মিল চোখে পড়ে না। অথচ কবিদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর যে বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে তা প্রায় একই। আর সেজন্যই শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে উদ্‌বাস্তু চেতনা বা দেশভাগের মানসতায় এক হয়ে ওঠেন ঊর্ধ্বেন্দু দাশ বা কিশোর ভট্টাচার্য। দিলীপকান্তি লস্কর যেমন করে লেখেন তারই অন্য ধাঁচটা যেন সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতায় আবছাভাবে ফুটে ওঠে।

গবেষণার সুবিধার্থে আমরা সাহায্য নিয়েছি বিভিন্ন বইয়ের সঙ্গে পত্রপত্রিকার। এক্ষেত্রে বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্র বা সাময়িকীও আমাদের গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ অঞ্চলের কবিদের অনেকেরই প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছে সংবাদপত্রে এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। এবং ব্রহ্মপুত্র পারের বাংলা কাব্যচর্চা ও কবিতা বিকশিত হওয়ার পিছনে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলির অবদান কম নয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা গবেষণাকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিতে চেয়েছি। যেখানে ভূমিকা-সহ রয়েছে—

প্রথম অধ্যায় : ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি ও কবিতা

দ্বিতীয় অধ্যায় : বরাক উপত্যকার কবিতাচর্চা

তৃতীয় অধ্যায় : কবিতায় স্থানিকতা: অসম

চতুর্থ অধ্যায় : কবিতায় দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু চেতনা

পঞ্চম অধ্যায় : কবিতায় ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব

ষষ্ঠ অধ্যায় : কবিতায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

সপ্তম অধ্যায় : অসমের বাংলা কবিতায় প্রেম

অষ্টম অধ্যায় : দুই উপত্যকার কবিদের তুলনামূলক আলোচনা

উপসংহার